

# ৬ষ্ঠ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০১৩ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, মঙ্গলবার, ১৯ চৈত্র ১৪১৯, ২ এপ্রিল ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

শারীরিক অক্ষমতা জয়ী ভাই ও বোনেরা,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

৬ষ্ঠ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমি শুভেচ্ছা জানাই বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী মানুষকে।

১৯৭১ সালে আমরা রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করি। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য সমতা, মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ছিল।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে প্রণীত আমাদের সংবিধানে যে কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শনের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অবস্থান ব্যক্ত করা হয়েছে। জাতির পিতা ১৯৭৪ সালে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের ৪৭টি সাধারণ বিদ্যালয়ে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সমন্বিত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেন। একটি বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থার দর্শনের সাথে খুবই সঙ্গতিপূর্ণ ছিল এই উদ্যোগ।

১৯৭৪ সালে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ড. মুহম্মদ কুদরাত-ই-খুদার নেতৃত্বে যে শিক্ষানীতি প্রণীত হয় সেখানে শিক্ষার্থীদের মানসিক ও দৈহিক ক্ষমতা এবং অভিব্যক্তির সাথে সঙ্গতি রেখে প্রাথমিক শিক্ষা পাঠ্যক্রমের ব্যাপক বিন্যাস করার কথা বলা হয়েছিল।

এই শিক্ষানীতি অনুযায়ী আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠলে আজকে প্রতিবন্ধিতার কারণে কোন শিশুই শিক্ষালাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হত না। কিন্তু, পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বাধীনতার অঙ্গীকার এবং বৈষম্যহীন একটি শিক্ষা ব্যবস্থার সম্ভবনাকে নস্যাৎ করা হয়।

সুধিবৃন্দ,

প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার ও মর্যাদা সমুন্নত করতে উৎসাহ প্রদান, তাদের সুরক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে বাংলাদেশ জাতিসংঘ সনদে ইতোমধ্যেই অনুসমর্থন করেছে।

মানবাধিকারের এই সনদে বলা হয়েছেঃ প্রত্যেক মানব জীবনই মূল্যবান ও তাৎপর্যপূর্ণ। তাই, মোট জনসংখ্যায় প্রতিনিধিত্ব সংখ্যক নয় এই অজুহাতে কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বর্তমান এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনা ও মূল্যকে অস্বীকার করবার সুযোগ নেই।

অটিজম আক্রান্তরা কোনভাবেই আমাদের বোঝা নয়। বিশ্বমানের অনেক মনীষী আছেন যারা এ সমস্যায় আক্রান্ত। সঠিক পরিচর্যা, সমাজের সহানুভূতি ও সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পেলে বাংলাদেশের অনেকেই নিজেদের সেই উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রিয় সুধি,

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর সকলের জন্য একটি বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে বহু দূর এগিয়েছে। আমরা নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছি। এই শিক্ষানীতিতে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মূলধারায় শিক্ষালাভের যাবতীয় বাধা অপসারণের দিকনির্দেশনা রয়েছে।

একসময় মূলধারার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শারীরিক অক্ষমতা জয়ী শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হত না। আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি নিবন্ধিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে এক লাখের অধিক অক্ষমতা জয়ী শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। এসব শিশুরা সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে পারলে দেশের সকল শিশু নিজ পরিবারে থেকে বাড়ির নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাবে।

অন্যদিকে সাধারণ শিশুরা অক্ষমতা জয়ী শিশুদের সাথে মিশে প্রকৃতিগত চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে জানবে। মানুষের জীবন সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণের শিক্ষা পাবে। একইসাথে শিশুরা ছোটবেলা থেকেই সহনশীলতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধের শিক্ষা লাভ করবে।

ফলে, ঐ শিক্ষার্থীর পাশাপাশি গোটা সমাজব্যবস্থাই উপকৃত হবে। নতুন শিক্ষানীতিতে সাধারণ বিদ্যালয়সমূহে প্রতিবন্ধী শিশুদের লেখাপড়া করার সুযোগ তৈরি করা হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তাঁদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একটি ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। আগামী অর্থ বছরে এই কমপ্লেক্সের নির্মাণ কাজ শুরু হবে।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অটিস্টিক শিশুদের প্রাথমিক সেবা প্রদান করতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে "সেন্টার ফর নিউরো ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড অটিজম ইন চিলড্রেন"।

এর মাধ্যমে অটিস্টিক শিশুদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হচ্ছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত অটিজমসহ নানা ধরনের সীমাবদ্ধতা আক্রান্তদের যাতে আরও অধিক পরিমাণে প্রয়োজনীয় সেবা দেওয়া যায়, সেজন্য জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে অধিদপ্তরে পরিণত করার উদ্যোগ আমরা নিয়েছি। এর মাধ্যমে সেবা প্রদান আরও গতিশীল ও কার্যকর হবে।

আমার মেয়ে সায়মা হোসেন পুতুল ন্যাশনাল এ্যাডভাইজরি কমিটি, গ্লোবাল অটিজম পাবলিক হেলথ (জিএপিএইচ) বাংলাদেশ এর চেয়ারপার্সন। তাঁর উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী অটিজম সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব গত বছর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে উপস্থাপিত হয়। গত ডিসেম্বরে সাধারণ পরিষদে এটি গৃহীত হয়েছে। এটি বাংলাদেশের জন্য এক বিরল সম্মান।

তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০১১ সালের জুলাই মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল "Autism Spectrum Disorders and Development Disabilities in Bangladesh and South Asia" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার।

সুধিবৃন্দ,

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমাদের সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কিন্তু আমাদের আন্তরিকতার ঘাটতি নেই। সীমিত সম্পদের মধ্য থেকে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আমরা যুগোপযোগী কৌশল প্রয়োগ করব।

একীভূত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষকে উন্নয়নের আওতায় আনতে পারব। প্রতিবন্ধিতা একটি ক্রসকাটিং বিষয়। সকল মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মকান্ড প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হলে সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন সম্ভব।

এক্ষেত্রে ফোকাল মন্ত্রণালয় হিসেবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সমন্বয়ের কাজ করবে। অন্যান্য মন্ত্রণালয়কে কারিগরি ও বিশেষজ্ঞ সহযোগিতা প্রদান করবে।

আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাইরে ইতোমধ্যে আরও আটটি মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছে। এসকল কর্মপরিকল্পনার আলোকে আগামী অর্থ বছর থেকে অর্থ বরাদ্দ করা হবে।

সুধিবৃন্দ,

ত্রিশ লাখ শহীদের আত্মদান ও দু'লাখ মা-বোনের সন্তানের বিনিময়ে অর্জিত বাঙালি জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা। এত ত্যাগের মধ্য দিয়ে অর্জিত এই স্বাধীনতার সুফল বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ।

'দিন বদলের সনদ'-এ সকলের জন্য আমাদের সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার রয়েছে। এখানে সকল বয়স ও অবস্থার জনগণের জন্য যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন ছাড়াও শিক্ষা, কর্মসংস্থান, চলাফেরা, যোগাযোগ সহজ করা এবং তাঁদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে।

অঙ্গীকার অনুযায়ী আমরা ইতোমধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা, কর্মসংস্থান, চলাফেরা, যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। বিশেষ অবস্থার মানুষের যুগোপযোগী আইনের খসড়া তৈরির কাজ করে ইতোমধ্যে মন্ত্রীসভার প্রাথমিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এর আগে তিন বছরের অধিক সময় ধরে আপনাদের সকলের মতামতের ভিত্তিতে এই খসড়া তৈরি করা হয়। এই আইনে অটিস্টিকসহ মায়ুবিক বিকাশজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মত নির্ভরশীল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় বিধিবিধান সংযুক্ত করা হয়েছে।

পরিশেষে দেশের সকল অটিস্টিক ব্যক্তি, তাঁদের পরিবারের সদস্য এবং সেবা ও উন্নয়নে নিয়োজিত ব্যক্তি, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

যেসব অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী মানুষ এবং তাঁদের আপনজন দূরদূরান্ত থেকে এসে আজকের এই অনুষ্ঠানটি সমৃদ্ধ করেছেন, তাদের সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশ্বের সকল অটিস্টিক ব্যক্তির জীবন ভরে উঠুক আনন্দে, তাঁরা বেড়ে উঠুক আত্মবিশ্বাস নিয়ে - এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করে শেষ করছি। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।